সংবাদ

তারিখ ... 04 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

এবার কালীগঞ্জে প্রধান শিক্ষককে চড় মারলেন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা

প্রতিনিধি, পাটগ্রাম (লালমনিরহাট)

নারায়ণগঞ্জে প্রধান শিক্ষককে কান ধরে উঠবোস করে লাঞ্ছনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার লালমনিরহাটের কালীগঞ্জে এক প্রধান শিক্ষককে চড়-থাপ্পড় মারলেন প্রতিষ্ঠাতা। বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটি নির্বাচনে প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে না রাখায় খাপ্তোরচড়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রধান শিক্ষক আবদুল লতিফকে চড়-থাপ্পড় দেয়ার অভিযোগ উঠেছে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আবদুস সাত্তার ওরফে সাত্তার কোম্পানীর বিরুদ্ধে। গত বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে কালীগঞ্জ উপজেলার গোড়ল ইউনিয়নের খাপ্তোরচড়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। লাঞ্ছিত প্রধান শিক্ষক জানান, ২০১৩ সালে খাপ্তোরচড়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটি নির্বাচনে প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বাদ পড়েন আবদুস সাত্তার ওরফে সাত্তার কোম্পানি। এ ঘটনায় সাত্তার কোম্পানির মদদদাতা সদস্য বাচ্চা মিয়া বাদী হয়ে লালমনিরহাট আদালতে একটি মামলা করেন। মামলার গতি সাত্তারের বিপরীতে গেলে সাত্তার কোম্পানি গংরা আবারও দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডে ওই ঘটনায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। যা বোর্ড কর্তৃক তদন্তের দায়িত্ব পান কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। ওই বিদ্যালয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার প্রতিনিধি হিসেবে তদন্তে আসেন উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার জাকির হোসেন। তিনি আরও জানান, তদন্তে আমাকে দোষী প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে পরে তদন্তকারী কর্মকর্তা চলে যাওয়ার পর ক্ষিপ্ত হয়ে বিদ্যালয় মাঠে আমার ওপর অতর্কিত আক্রমণ করা হয়। বিদ্যালয়ের পার্শ্বে অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও জনগণের সামনে বিদ্যালয় মাঠে প্রকাশ্যে তাকে বেশ কয়েকটি চড়-থাপ্পড় দেন ও গালাগাল করেন আবদুস সাত্তার। এ সময় স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে আমাকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। এছাড়া তিনি আরও বলেন, এ অপমানের চেয়ে মৃত্যুই ভালো ছিল। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে মোবাইল ফোনে অবগত করেন। সহকারী শিক্ষক রশেদুল ইসলাম জানান, তদন্তকারী কর্মকর্তা চলে যাওয়ার পর তারাও বাড়ি ফিরছিলেন। এ সময় চড় থাপ্পড়ের শব্দে ফিরে এসে এ ঘটনা দেখে দ্রুত ছুটে গিয়ে প্রধান শিক্ষককে উদ্ধার করেন। ওই বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি গোলজার গোসেন মিন্টু ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, সে সময় স্থানীয়রাসহ ছুটে গিয়ে প্রধান শিক্ষককে রক্ষা করেন। তবে এ ঘটনায় উপজেলা শিক্ষা কমিটির সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও জানান তিনি। কালীগঞ্জ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আফরোজা বেগম জানান, ঘটনাটি তিনি মোবাইল ফোনে জেনেছেন এবং আইনের আশ্রয় নিতে প্রধান শিক্ষককে বলেছেন। ওই প্রধান শিক্ষক এক হাত ও এক পা অকেজো আর ওই চক্রটি প্রতিবন্ধী এ শিক্ষককে বিভিন্নভাবে হয়রানিও করে আসছে। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও জানান তিনি।